

রিটার্নের সাথে বিভিন্ন উৎসের আয়ের সপক্ষে যে সকল প্রমাণাদি/ বিবরণ দাখিল করতে হবে তার একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো (তালিকাটি আংশিক):

বেতন খাত

- (ক) বেতন বিবরণী;
- (খ) ব্যাংক হিসাব থাকলে কিংবা ব্যাংক সুদ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী বা ব্যাংক সার্টিফিকেট;
- (গ) বিনিয়োগ ভাতা দাবী থাকলে তার স্বপক্ষে প্রমাণাদি। যেমন, জীবন বীমার পলিসি থাকলে প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রমাণ।

নিরাপত্তা জামানতের সুদ খাত

- (ক) বন্ড বা ডিবেঞ্চার যে বছরে কেনা হয় সে বন্ড বা ডিবেঞ্চারের ফটোকপি;
- (খ) সুদ আয় থাকলে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র;
- (গ) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বন্ড বা ডিবেঞ্চার কেনা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট/ব্যাংক বিবরণী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যয়নপত্র।

গৃহ-সম্পত্তি খাত

- (ক) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
- (খ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;
- (গ) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী ও সার্টিফিকেট;
- (ঘ) গৃহ-সম্পত্তি বীমাকৃত হলে বীমা প্রিমিয়ামের রশিদের কপি।

ব্যবসা বা পেশা খাত

ব্যবসা বা পেশার আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet)।

অংশীদারী ফার্মের আয়

ফার্মের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet)।

মূলধনী লাভ

- (ক) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর হলে তার দলিলের কপি;
- (খ) উৎসে আয়কর জমা হলে তার চালান/পে -অর্ডারের ফটোকপি;
- (গ) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন থেকে মুনাফা হলে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র।

অন্যান্য উৎসের আয়ের খাত

- (ক) নগদ লভ্যাংশ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টের কপি বা সার্টিফিকেট;

(খ) সঞ্চয়পত্র হতে সুদ আয় থাকলে সঞ্চয়পত্র নগদায়নের সময় বা সুদ প্রাপ্তির সময় নেয়া সার্টিফিকেটের কপি;

(গ) ব্যাংক সুদ আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী/সার্টিফিকেট;

(ঘ) অন্য যে কোন আয়ের উৎসের জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র।

আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)

(ক) কর পরিশোধের সমর্থনে চালানের কপি, পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/একাউন্ট-পেয়ী চেক;

১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়। এর উর্ধ্বে আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/একাউন্ট-পেয়ী চেক ব্যবহার করতে হবে।